মোহমুক্ত

তুমিই কী বলেছিলে ‘প্রতিটি নদীই নৈরঞ্জনা,’
আর এই ছায়াবিকেলের কান্নাকে নির্জনতা?

কাঁপা আঙুলের দু-সারি বকুলে লেখা
আলোকরঞ্জন অসমাপ্ত বৃষ্টিগান,
তার নিচে স্রোতের আভাষ

সম্পর্ককথন! আমি আজো ছুঁয়ে আছি
সর্বশেষে মেভূমি.....
বিবাহপ্রস্তাব থাক, প্রতিষ্ঠান শব্দে আমি বিশ্বাস করি না

কলঙ্ক

কলঙ্ক লাগবে বলে আমি তার নাম
লিখতে পারবো না কোনদিন,
কিন্তু আমার প্রত্যেকটি গানই তাকে লক্ষ্য করে....

আর এই কাঠকয়লার মতো হাতের তালুতে
যেটুকু ঘেমে ওঠা অবশেষ
সে শুধু তার ভাসানো শুভেচ্ছা আর হেসে
ওঠার গোপন স্মারক
রক্তক্ষরণের শব্দের মধ্যে এই নাম দেখে
সে কী চমকে উঠবে কোনদিন?
অন্ধকার সিলিং থেকে নেমে আসা গুচ্ছ গুচ্ছ ছায়া
যে ছায়া রচনা করে মেঘ আর গুহার আভাস
তাকে কী সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়া সম্ভব আমার?

অবচেতন.... অবচেতন.... আর অবচেতন
সেই এক উত্তেজনা বাড়ানো সংলাপ,
তোমরা আমাকে কী কিছুতেই ভুলতে দেবে না
সেই কালো পঁচিশে বৈশাখ, ধূসর বড়দিন

আর ছত্রাকে ছত্রাকে ভরা বিজয়ার সন্ধ্যাগুলোকে?

যে সব দিনে সবসময়েই আমাকে তুলনা করা হত
একজন স্বাস্থ্যবতী নারীর সাথে আর
ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হত সামনে থেকে

বিশ্বাস করো! আমার কোনো অবচেতন নেই..
অতীত নেই, আমি সাপ স্বপ্ন দেখতে চাই না
এমন কী গোড়ালী-আড়াল তৃণভূমিও নয়

কলঙ্কিত হবে বলে তাকে আমি স্বপ্ন দেখতে চাই নি....
কিন্তু আশ্চর্য! আমার সমস্ত স্বপ্নই
উৎসর্গিত হয়ে গেল তার অনুচ্চারিত নামের কাছে

মীরা মুখোপাধ্যায়

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com